One-Liner Shots: (ভারতীয় সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি)

ঐতিহাসিক পটভূমি
- গুরুত্বপূর্ণ আইন
- ওয়ান লাইনার নোটস

কোম্পানি শাসন (1773-1858)

ব্রিটিশ শাসন (1858-1947)

	সাংবিধানিক আইনসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট
কো	**রেগুলেটিং অ্যাক্ট, 1773**	• এটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রিত করে। • এটি ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। • বাংলার গভর্নর বাংলার গভর্নর জেনারেল হন। • বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বাংলার গভর্নর-জেনারেলের অধীনস্থ করা হয়।
	1781 এর অ্যাক্ট	• রেগুলেটিং আইনের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্যে এটি লাগু হয়। • এটিকে 'Act of Settlement' বা নিষ্পত্তির আইনও বলা হয়ে থাকে।
ম্পা	**পিটের ভারত আইন, 1784**	• কোম্পানির বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে আলাদা করে। • বোর্ড অফ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠিত হয়। • 'দ্বৈত সরকার' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

নিয়ন্ত্রণ শাসন	**চার্টার অ্যাক্ট, 1793**	• লর্ড কর্নওয়ালিসের ওভাররিডিং ক্ষমতা প্রসারিত করে। • পরবর্তী বিশ বছরের জন্য কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য প্রসারিত হয়। • উল্লেখ করা হয় যে, বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সদস্যদের ভারতীয় রাজস্ব থেকে অর্থ প্রদান করতে হবে।
	চার্টার অ্যাক্ট, 1813	• ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য একচেটিয়া বিলুপ্তি। • ভারতীয় জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের আসার অনুমতি দেওয়া হয়। • পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। • এই আইনের বলে স্থানীয় সরকার জনগণের উপর কর আরোপ করতে সক্ষম হয়।
	চার্টার অ্যাক্ট, 1833	• বাংলার গভর্নর-জেনারেল, ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। • বোম্বে ও মাদ্রাজের গভর্নরদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। • এর অধীনে প্রণীত আইনকে বলা হয় 'আইন'। • একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে কোম্পানির কার্যক্রম শেষ হয়। • সিভিল সার্ভিসের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু করার চেষ্টা করা হয়।
	চার্টার অ্যাক্ট, 1853	• আইন প্রণয়ন এবং কার্যনির্বাহী কাজ আলাদা করা হয়। • গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদ ভারতীয় (কেন্দ্রীয়) আইন পরিষদ [অতিরিক্ত ছয়টি নতুন সদস্য সহ] নামে পরিচিত হয়। • এই পরিষদ 'সংসদের ক্ষুদ্র সংস্করণ' হিসেবে কাজ করে। • সিভিল সার্ভিসের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা (কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস) - 1954 সালে ম্যাকাওলে কমিটির প্রতিষ্ঠা। • ভারতীয় (কেন্দ্রীয়) আইন পরিষদের স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব।
	1857 সালে মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ	
ব্রিটি	**গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, 1858**	• ভারতের গভর্নর-জেনারেলকে 'ভারতের ভাইসরয়' করা হয়। • লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের প্রথম 'ভাইসরয়'। • পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস বিলুপ্ত হয়।
	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1861	• ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব (অ-সরকারি) - 3 জন ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করেছিলেন।. • বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। • বোম্বে ও মাদ্রাজকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পুনরায় দেওয়া হয়।
	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1892	• পরোক্ষ নির্বাচনের প্রচলন। • আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। • আইন পরিষদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়। • কার্যনির্বাহী আধিকারিককে বাজেট ও বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
	ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1909	• এটি মর্লে-মিন্টো রিফর্মস নামে পরিচিত। • বিধান পরিষদে সরাসরি নির্বাচন।

শাসন		• কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। • মুসলমানদের জন্য প্রথম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী। • ভারতীয়রা প্রথমবারের মতো ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে স্থান পায় (নতুন সদস্য হন এস.পি. সিনহা)।
	গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, 1919	• মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস নামে পরিচিত। • কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি প্রাদেশিক বিষয়গুলি থেকে পৃথক করা হয়েছিল। • প্রাদেশিক বিষয়ে দ্বৈত শাসন। • প্রথমবারের মতো, কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। • বিধানসভা এবং আইন পরিষদ। • সরাসরি নির্বাচন। • পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা।
	1927 সালে সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন	
	গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, 1935	• ভারতের দায়িত্বশীল সরকারের দিকে দ্বিতীয় মাইলফলক। • ফেডারেল স্কিম, বিচার বিভাগ, গভর্নরের অফিস, প্রশাসনিক বিবরণ প্রবর্তিত হয়। • অবশিষ্ট ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের কাছে ন্যস্ত। • 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' প্রবর্তন। • কেন্দ্রে দ্বৈততন্ত্র গ্রহণ। • দ্বিকক্ষ সংসদীয় ব্যবস্থা। • ফেডারেল তালিকা, প্রাদেশিক তালিকা এবং সমবর্তী তালিকা শুরু করা হয়েছিল। • ফেডারেল আদালত প্রতিষ্ঠা।
	ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট, 1947	• এটি ভারতকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। • কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশ উভয় ক্ষেত্রেই সরকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলে। • ভাইসরয়ের অফিস বিলুপ্ত হয়। • বিলুপ্ত করা হয় 'ভারতের রাষ্ট্র সচিব' এর কার্যালয়। • বাদ দেওয়া হয় 'ভারতের সম্রাট' উপাধি। • বলা হয় যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত গণপরিষদগুলি তাদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে পারবে। • গভর্নর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের সাংবিধানিক বা নামমাত্র প্রধান হিসাবে মনোনীত করা হয়। • প্রিন্সলি স্টেট বা দেশীয় রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাস্ট মিনিট ওয়ান লাইনার

★ ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য 1928 সালে লখনউতে অল পার্টি কনফারেন্স বা 'সর্বদলীয় সম্মেলন' একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্টটি **নেহেরু রিপোর্ট** নামে পরিচিত ছিল।

★ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ভারত 1857 থেকে 1947 পর্যন্ত সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল।

★ প্রথমবারের মতো, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট (1773) দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার আশ্রয় নেয়।

★ বাংলার গভর্নরকে, বাংলার গভর্নর-জেনারেল (ওয়ারেন হেস্টিংস) করা হয়।

★ 1774 সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

★ ওয়ারেন হেস্টিংস 1772 সালে জেলা কালেক্টরের অফিস শুরু করেছিলেন।

★ 1882 সালে, লর্ড রিপনের প্রস্তাবকে স্থানীয় স্ব-সরকারের ম্যাগনা কার্টা বলা হয়।

★ স্থানীয় স্বশাসনের জনক হলেন লর্ড রিপন।

★ 1924 সালে সাধারণ বাজেট থেকে রেলওয়ে বাজেটকে আলাদা করা হয়েছিল (Acworth কমিটির রিপোর্ট এর ভিত্তিতে)।

★ আইন পরিষদ এবং বিধানসভা পরে স্বাধীনতার পরে রাজ্যসভা এবং লোকসভা হিসেবে পরিচিত হয়।